পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
যৌথ প্রশাসনিক ভবন (ষষ্ঠ-দশম তল), এইচ.সি-৭, সেক্টর-৩
বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬

নং :১৭৩/পি.এন./ও/১/৪এ-০১/২০১৫ তারিখ : ২০/০৩/২০১৮

আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক স্মারক নং ১৫৬/এস.এস./ পি.এন./ও/১/৪এ-০১/২০১৫, তারিখ ১৮/০২/২০১৬ দ্বারা জারি করা আদেশনামা বলে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত জল পরীক্ষাগারগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ওই আদেশনামা অনুসারে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নিজ এলাকার জন্য অন্তত একজন করে স্বেচ্ছাসেবী সহায়ক (Volunteer-Facilitator for water quality testing) নিযুক্ত করার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । স্বেচ্ছাসেবী সহায়কদের কাজগুলি যথা - জলের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষাগার পর্যন্ত জলের নমুনা বহন করা, পরীক্ষার প্রতিবেদন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধেও উপরিউক্ত আদেশনামায় সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সহায়কদের উপরি-উল্লিখিত কাজের জন্য নির্দিষ্ট হারে সম্মানিক প্রদানের কথা উক্ত আদেশনামায় বলা হয়েছে । এই সাম্মানিক চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্ত মুল অনুদান বাবদ বরাদ্দের যে ১০ শতাংশ রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে বিবিধ কাজে সদ্ব্যবহার করা যায়, তার থেকে প্রদান করতে হবে - এই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশও উপরিউক্ত আদেশনামায় দেওয়া হয়েছে ।

উক্ত আদেশনামায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী-সহায়ককে তাদের কাজের সুবিধার জন্য একটি করে **বাইসাইকেল** এবং **পরিচয়পত্র** দেওয়ার ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

রাজ্যের জেলা পরিষদগুলির সভাধিপতি মহাশয়দের নেতৃত্বে, জেলাশাসক ও নির্বাহী আধিকারিকগণের তত্ত্বাবধানে এবং অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকগণের পরিচালনায় ওই সকল দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নির্বাহ করবে এবং রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় জলবাহিত রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে । একইসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী-সহায়কগণ জলের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য উক্ত আদেশনামায় বর্ণিত কাজগুলি সম্পন্ন করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সাহায্য করবে ।

রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় জলের গুণগত মান পরীক্ষা ও পরীক্ষিত জলের গুণমান সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াটি আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে নীচে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার জন্য জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে -

১) জলের রাসায়নিক দূষণ এবং জীবানুঘটিত দূষণের উৎসগুলিকে দূষণমুক্ত করার কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্বেচ্ছাসবী-সহায়কগণকে অপরিহার্যভাবে কাজে লাগাবে এবং পরীক্ষাগারের রসায়নবিদ্‌দের কারিগরি সহায়তায় দূষণ নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২) জলের রাসায়নিক দূষণ পরিমাপের জন্য বছরে অন্তত একবার এবং জীবানুঘটিত দূষণ পরিমাপ করার জন্য বছরে একাধিকবার জলের গুণগত মান পরীক্ষা করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত জলের বছরে অন্তত একবার পরীক্ষাকরণ বাধ্যতামূলক।

৩) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী-সহায়কের জন্য একটি **পরিচয়পত্র** এবং একটি **বাইসাইকেল**-এর এবং একটি **নির্দিষ্ট পোশাক** - এর ব্যবস্থা করবে।

৪) স্বেচ্ছাসেবী-সহায়কগণকে মাসে ন্যূনতম ২০ (কুড়ি) টি নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

৫) সুন্দরবন এলাকা এবং দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ছাড়া অন্যান্য সকল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী-সহায়কগণ যে কোনও দূরত্ব অতিক্রম করে প্রতিবার নমুনা সংগ্রহ বাবদ বর্ধিত হারে ১৫০/- টাকা সাম্মানিক পাবে। সুন্দরবন এলাকা এবং দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ক্ষেত্রে প্রতিবার নমুনা সংগ্রহ বাবদ এই সাম্মানিকের পরিমাণ ২০০/- টাকা।

৬) গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্বেচ্ছাসেবী-সহায়কদের জন্যে একটি স্মার্ট ফোন বরাদ্দ করতে হবে। ওই স্মার্ট ফোন জলের উৎস অর্থাৎ যেখান থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং জলের মান সংক্রান্ত তথ্য নথিবদ্ধ করে রাখার ও তা আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

৭) এই আদেশনামার (৩), (৪), (৫) এবং (৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশগুলি কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে যে অর্থের প্রয়োজন তা চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্ত মূল অনুদান বাবদ বরাদ্দের যে ১০ শতাংশ রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে বিবিধ কাজে সদ্ব্যবহার করা যায়, তার থেকে প্রদান করতে হবে।

সারা রাজ্যে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে

অতিরিক্ত মুখ্য-সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
এবং
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

নং :১৭৩/১(৪০০০)/পি.এন./ও/১/৪এ-০১/২০১৫ তারিখ : ২০/০৩/২০১৮

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই পত্রের অনুলিপি দেওয়া হল :

১) সভাধিপতি ..... জেলা পরিষদ (সকল)/ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।

২) মুখ্য বাস্তুকার, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩) ডিরেক্টর, ডবলু.এস.এস.ও, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৪) বিশেষ সচিব / যুগ্ম সচিব ..... পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৫) জেলা শাসক .....(সকল)।

৬) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক ..... জেলা পরিষদ (সকল)/ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।

৭) সভাপতি ..... (সকল)।

৮) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ..... (সকল)।

৯) প্রধান ..... (সকল)।

বিশেষ সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার